টিপু সুলতানের প্রবাস জয়

আসিফ সালেহ

ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ করেই। রোববারের অলস এক দুপুরে প্রতিদিনের অভ্যাস মতো প্রথম আলো পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ খুলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল শিরোনাম, 'টিপুর জন্য কি আমরা কেউ এগিয়ে আসব না?' তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল ফেনীর টিপু সুলতানের কথা। দুমাস আগে ওর ওপর হওয়া নির্যাতনের খবর পড়ে মন খারাপ হয়েছিল ভীষণ। কিন্তু আর দশজন প্রবাসীর মতো সেটা বড় জোর একদিনের মন খারাপ হওয়াতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মতিউর রহমানের লেখাটি যেন ধাক্কা দিয়ে জেগে ওঠাল আমাকে। যে ছেলেটা এতটা সাহস করে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে লিখেছিল, যাকে শ্রেষ্ঠ সংবাদদাতার পুরস্কার দিয়ে আমরা পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলাম, ওর এই দুঃসময়ে আমরা এত চুপ কেন?

প্রবাস থেকে আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। সেই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ার এবং প্রথম আলো ফান্ডের জন্য প্রবাসীদের কাছে অর্থ সংগ্রহের আবেদন করব বলে ঠিক করলাম। অল্প সময়ে দ্রুত খবর ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যে মাধ্যমটির জুড়ি নেই, সেই ইন্টারনেটেরই শরণাপন্ন হলাম। 'একজন সাহসী সাংবাদিককে সুস্থ করতে সহায়তা করুন' শিরোনামে যে ওয়েব সাইটটি তৈরি করলাম, তা ছিল খুব সাধারণ কিন্তু এতে টিপুর নিগৃহীত হওয়ার ইতিহাস থেকে শুরু করে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রের ক্লিপ, সবই জুড়ে দিয়েছিলাম। তথ্যকেন্দ্রিক এই ওয়েব সাইটটির আবেদনটিকে আরো মানবিক করার জন্য সাহায্য নিলাম কানাডাবাসী সাহিত্যিক আলম খোরশেদের। অনুরোধ পাওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যেই অসাধারণ একটি লেখা ওয়েব সাইটটিতে দেওয়ার জন্য আমায় পাঠালেন তিনি। অতঃপর টিপু সুলতানের নতুন স্থায়ী আবাস তৈরি হলো ইন্টারনেটে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, অতি দ্রুত বিনা ব্যয়ে কয়েকটি বোতাম টিপে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগের স্বাচ্ছন্দ্য। এভাবেই ই-মেইল পাঠিয়ে প্রথম আলো আর ডেইলি স্টারের সম্মতি পেতে দেরি হলো না; বাড়তি বোনাস হিসেবে ডেইলি স্টার থেকে এল টিপুর দুটি ছবি। সেই মলিন অথচ শক্ত চেহারাটি এরপর যতবার দেখেছি, ততটাই আরো ইচ্ছে হয়েছে ওর বুকে আশা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু একটা করার। কিন্তু ব্যক্তি আমাকে বিশ্বাস করে টাকা দেবে কে? দাতাদের আস্থার জন্য চাই একটি প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নাম যাদের নামে চেক লিখতে সন্দেহ হবে না কারো। সেই উদ্দেশ্যে ফোনের মারফত যোগাযোগ করলাম সাউথ এশিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সঙ্গে। সংক্ষেপে 'সাজা' বলে পরিচিত এই সংগঠনটির প্রগতিশীল হিসেবে নাম অনেক। ভেবেছিলাম এর মাধ্যমে নিউইয়র্কের ফরিদ জাকারিয়ার মতো সাংবাদিকের নজরে পড়বে বাংলাদেশে এই সাংবাদিক নির্যাতনের চিত্র। কিন্তু 'সাজা'র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়ে উঠল এক অসম্ভব ব্যাপার।

এদিকে সংগঠনের অভাবে আমি ওয়েব সাইটের প্রচার শুরু করতে পারছি না। ইন্টারনেটে মানুষের মনঃসংযোগের ক্ষমতা খুব কম। একবার এই সাইটে এসে, তারা দান না করে ফিরে গেলে তাদের এখানে ফিরিয়ে আনা হবে দুঃসাধ্য। অতঃপর হতে হলো মরিয়া—বন্ধু নাঈম আর আমি ই-মেইল, মোবাইল ফোন এবং যাবতীয় যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে যখন হাল ছাড়ার পথে তখন এল 'সাজা'র প্রেসিডেন্ট জ্যোতির ফোন। কিন্তু হায়, যারা কিছুদিন আগে ভারতের ভূমিকম্পে সাহায্যের জন্য গলা ফাটিয়েছিল, তারাই তহবিল সংগ্রহ তাদের সংস্থার উদ্দেশ্য নয়—এ অজুহাতে তাদের বাংলাদেশী সহকর্মী টিপু সুলতানের সহায়তার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করল। কিন্তু পুরো চেষ্টাটা বিফলে যায়নি। জ্যোতির কাছ থেকেই পাওয়া গেল কবিতার সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা।

কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টসের এশিয়া বিষয়ক সম্পাদক কবিতা মেনন ভীষণ আগ্রহ দেখালেন টিপু সুলতানের ব্যাপারে। টিপু সুলতানের নির্যাতনের ব্যাপারে অবগত থাকলেও ঢাকা থেকে পাওয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে ওর ধারণা ছিল টিপুর সংবাদ সংস্থা ইউএনবি তার সমস্ত চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করছে। অবিলম্বে টিপুর জন্য কবিতা কিছু ফান্ডের জন্য আবেদন করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কবিতার সঙ্গে কথোপকথন আমার কাজে এনেছিল এক দারুণ রকম প্রাণশক্তি। মনে হলো টিপুর জন্য অবশেষে কিছু একটা করতে পারছি।

পূর্ণোদ্যমে যোগাযোগ করলাম 'স্পন্দন' এবং বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন (বাফি) নামক দুটি অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ই-মেইল মারফত। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ফোন বেজে উঠল অফিসে। অন্য প্রান্তে বদরুল হোসেইন, বাফির সভাপতি। টিপুর ব্যাপারটি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন এর আগে থেকেই। আমার উদ্যোগের প্রশংসা করে আমায় বললেন, 'লেট্স ডু ইট।' দ্বিগুণ উৎসাহে আমি অতঃপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওয়েব সাইটটির প্রচারের কাজে। এর পরের দুই সপ্তাহের কাহিনী ইন্টারনেটে বাংলাদেশের অসংখ্য ওয়েব সাইটের এক বিরল সহযোগিতার কাহিনী; টিপু সুলতানের সঙ্গে অগণিত প্রবাসীর একাত্মতার কাহিনী এবং সমগ্র পৃথিবীতে ফেনীর টিপু সুলতানের সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী।

বাফির কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার পর এবার আমার কাজ হলো ওয়েব সাইটের প্রচার করা। এর জন্য বাংলাদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু ওয়েব সাইটকে চিহ্নিত করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম এদের মাধ্যমে প্রচার চালাব। আমার স্ত্রী ঈশিতা পেশায় একজন গ্রাফিকস ডিজাইনার। সেজন্য বিজ্ঞাপন তৈরিতে খুব অল্প সময়ই খরচ হলো। ইতিমধ্যে 'প্রথম আলো' পত্রিকার ইন্টারনেট সাইটে প্রথম পাতায় বিশাল করে আমাদের ওয়েব সাইটের উল্লেখ করলেন পত্রিকার ওয়েব মাস্টার শাহাদত হোসেইন। তহবিল সংগ্রহের মোড় ঘুরল তখনই। ওয়েব সাইটে দর্শকের ভিড় বেড়ে গেল নাটকীয়ভাবে।

২৪ ঘণ্টার মাথায় এমনিভাবে একে একে ডেইলি স্টার, ভারচুয়াল বাংলাদেশ, ই-মেলা, এনএফবি, অনন্ত বার্তা প্রভৃতি জনপ্রিয় সাইটগুলোতে টিপু সুলতানের ছবিসহ একটি ব্যানার বিজ্ঞাপন শোভা পেতে লাগল। বলা বাহুল্য, এসব বিজ্ঞাপনই বিনা মূল্যে দিতে সানন্দে রাজি হলেন প্রত্যেক ব্যবস্থাপক। দর্শক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল টিপু তহবিলে দানের অঙ্গীকার। অস্বীকার করব না যে প্রথম দিকে দর্শক সংখ্যার তুলনায় দানের পরিমাণ দেখে একটু হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু এরই মাঝে এল নববর্ষের রক্তস্নাত সকাল। ব্যাপারটা কাকতালীয় কিনা জানি না, তবে এই ঘটনার পরপরই অঙ্গীকারের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে শুরু করল। রমনার ঘটনায় ক্রুদ্ধ প্রবাসীরা যেন প্রতিবাদ জ্ঞাপনের একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন। টিপু সুলতানকে আবার সুস্থ করে তোলার মাধ্যমে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সংকল্প ব্যক্ত করলেন তারা।

ওয়েব সাইটের একটি পাতায় দর্শকের প্রতিবাদের কথা প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। খুব দ্রুত ভরে উঠতে লাগল সে পাতাগুলো। জাপান থেকে শুরু করে সুইজারল্যান্ড, উত্তর কোরিয়া, ইরান থেকে বাংলাদেশীরা একে একে জানালেন তাদের ক্ষোভ। বাংলাদেশ থেকে ফারজানা লিখলেন, যত দিন টিপুর মতো মানুষ আছে আর আছে তাকে সাহায্য করার মতো মানুষ, তত দিন আমাদের আশা আছে দেশকে সঠিক পথে ফেরানোর।

এরই মধ্যে আমার ওয়েব সাইটে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার আবেদনে সাড়া এল। কানাডা, লন্ডন, সুইজারল্যান্ড, জাপান ও ফিলিপিনসে স্বেচ্ছাসেবক দল তাদের নিজেদের এলাকায় তহবিল সংগ্রহে নেমে পড়লেন। ফিলিপিনসের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়ল খান আরিফুলের আঁকা টিপুর জন্য তৈরি পোস্টার। সেই পোস্টারকে ভিত্তি করে বিভিন্ন স্কুলে টিপুর জন্য দান সংগ্রহ করলেন ফিলিপিনসের বাংলাদেশী ছাত্ররা। জাপানের টিপুও একইভাবে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশী ছাত্রদের সাহায্য নিলেন। সুইজারল্যান্ডের দম্পতি সজল ও জুলিয়েট জুরিখবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা শেষ করে ফোন করা শুরু করলেন তাদের আন্তর্জাতিক সহকর্মী ও আত্মীয়দের কাছে। ফলস্বরূপ দানের অঙ্গীকার এল উত্তর কোরিয়া, ইরান, ইরাকের মতো দূরদূরান্ত থেকে। সপ্তাহের শেষ নাগাদ যখন প্রথম চেকটি আমার হাতে এল, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন নিউজ গ্রুপে পাঠানো আমার প্রেস রিলিজটি যখন চেইন মেইলের আকারে আমার কাছেই ফেরত এল, তখন বুঝলাম বাঙালিরা খবরটি ই-মেইল মারফত পাওয়ার পর তাদের বন্ধুবান্ধব আর স্বজনদের কাছে আবার ফরোয়ার্ড করছে।

এর মধ্যে আমার সমালোচনা হয়নি যে তা নয়। ওয়েব সাইটের পেছনের রঙ কালো করেছি কেন থেকে শুরু করে কেন শুধু টিপুর জন্যই তহবিল হচ্ছে ইত্যাদি হাজারো প্রশ্নের ই-মেইল এল। তবে সমর্থনের ই-মেইল এল অনেক বেশি। আমি প্রতিদিন তখন চেক পাওয়ার পর ওয়েব সাইটটি আপডেট করছি তহবিলের নতুন হিসাব দিয়ে। দর্শকের সংখ্যা চলল বেড়ে, প্রতিদিন একটি-দুটি থেকে আট-নয়টি করে চেক পেতে শুরু করলাম। বড় বড় চেকগুলোর চেয়ে খুশি লাগত ছোট ছোট চেকগুলো পেয়ে, যখন দেখতাম দরিদ্র ছাত্ররা বা ট্যাক্সিচালকরা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা দিয়েও এই প্রতিবাদে শরিক হচ্ছেন।

যারা আর্থিকভাবে সহায়তা দিতে পারেননি, তাদের মধ্যে অনেকে একটি ভিন্ন পাতায় টিপুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শুভ কামনা জানিয়েছেন, যা প্রথম আলোর বদৌলতে চলে গেছে টিপুর হাতে। সহায়তা এসেছে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকেও। নিউইয়র্কের এক মার্কিন করপোরেট অ্যাটর্নির কাছ থেকে একদিন ই-মেইল পেলাম টিপুর জন্য একটি ফান্ড রেইজিং ডিনার আয়োজনের ব্যাপারে। ইন্টারনেটে টিপুর কাহিনী পড়ে তিনি এতটাই আপ্লুত হয়েছিলেন যে তাকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য মনে করেছেন। সহায়তা পাওয়া গেছে প্রবাসী বাংলাদেশী চিকিৎসকদের কাছ থেকেও। হাতে সময়ের তাড়া না থাকলে হয়তো ওকে মার্কিন মুলুকেই নিয়ে আসা যেত তাদের সাহায্যে। এছাড়া নিয়মিত ওয়েব সাইটটির পরিবর্তন হয়েছে দর্শকদের মূল্যবান মতামতের ওপর ভিত্তি করে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ও ফান্ডের নিয়মিত আপডেট এসেছে বিভিন্ন জনের পরামর্শের প্রেক্ষিতে। এমনি একটি পরামর্শ ছিল ওয়েব সাইটে এমন কারো লেখা দেওয়া, যার লেখা পড়ে আওয়ামী সমর্থকরা এই সাইটে দান করতে অস্বস্তি বোধ করবেন না। যেমনি বলা তেমনি কাজ। এ রকম ক্ষেত্রে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নামই মনে আসে একবাক্যে। অতঃপর লন্ডনবাসী আবুল কালাম আজাদ ও শামীম আজাদের দ্রুত কর্মতৎপরতায় এক দিনের মধ্যে আমার ফ্যাক্সে এল আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর চমৎকার একটি লেখা, যা তৎক্ষণাৎ চলে এল ওয়েব সাইটে।

এ রকম অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের তহবিল সংগ্রহ লাভ করল গতি এবং দুসপ্তাহের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ডলারের প্রতিশ্রুতি পেলাম আমরা শুধু ইন্টারনেটে প্রচারের জোরে। এসেছে পাঁচ পাউন্ডের চেক, এসেছে ৩০০ ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজনের ১ হাজার ডলারের চেক। সর্বশ্রেণীর প্রবাসীর এমন অভূতপূর্ব সাড়ায় আমি যখন অভিভূত, তখন এল 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস'-এর সেই কবিতা মেননের ফোন। টিপুর জন্য ৫ হাজার ডলারের একটি ফান্ড অনুমোদন পেয়েছে আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে। আনন্দে আমার চোখ বুজে এল।

অনেকে আমায় জিজ্ঞেস করছেন টিপু সুলতান আমার আত্মীয় হন কিনা। তাদের আমি বলেছি তিনি আমার আত্মীয় তো বটেই—একজন বাঙালি হিসেবে, একজন সতীর্থ মানুষ হিসেবে। কেউ জিজ্ঞাসা করছে ফুলটাইম কাজ আর পার্টটাইম পড়াশোনার ফাঁকে আমি এর পেছনে সময় দিলাম কী করে। আমার কাজ আর পড়াশোনার কিছু ক্ষতি তো হয়েছেই, কিন্তু টিপুর মতো ছেলেদের আত্মত্যাগের পাশে আমার এই ক্ষতি তো নস্যি। এই ফান্ডরেইজিংয়ে এমন বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে প্রবাসীরা আরেকবার প্রমাণ করলেন যে দেশের প্রয়োজনে সুযোগ পেলে তারাও সমানভাবে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসবেন। এখন আওয়াজ উঠেছে এ ধরনের স্থায়ী একটি ফান্ড তৈরির। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রকল্পেও প্রবাসীরা তাদের সাধ্যমতো করবেন। শুধু প্রয়োজন হবে একটু সুষ্ঠু সমন্বয়ের। আর বাংলাদেশের টিপু সুলতানদের আমরা বলতে চাই, 'তোমাদের সঙ্গে আমরা আছি সব সময়, তোমরা তোমাদের সাহস দিয়ে আমাদের সবার মন জয় করেছ।'

টিপু সুলতানদের জয় হবেই।

আসিফ সালেহ : বর্তমানে ওয়ালস্ট্রিটে একটি ব্যাংকে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে কর্মরত।